আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের প্রেক্ষাপট

মজুরিবৈষম্য, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা এবং কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকরা। সেই মিছিলে চলে সরকারের লেঠেল বাহিনীর দমন-পীড়ন। এরপর ১৮৬০ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কে সুঁই কারাখানার মহিলা শ্রমিকরা 'মহিলা শ্রমিক ইউনিয়ন' গঠন করেন এবং নিজেদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের নারী শ্রমিকরা নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমে পড়েন। এসব আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯১০ সালের ৮ মার্চ কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে জার্মানির নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপন করার ঘোষণা দেন। সেই থেকে ১৯১১ সালে প্রথমবারের মতো অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক ও জার্মানি নারী দিবস পালন শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সাল থেকে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে দিনটি 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮৪ সালে জাতিসংঘ ৮ মার্চকে 'বিশ্ব নারী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১০, ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদে নারীর সম-অধিকারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অংশ হিসেবে ১০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।" ২৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না"। এই অনুচ্ছেদগুলোর আলোকে এটি সুস্পষ্ট যে, আমাদের সংবিধান সমাজে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

অথচ এখনও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ দুর্গম, দুস্তর ও কণ্টকাকীর্ণ। আত্মমর্যাদাপূর্ণ, সম্মানজনক কাজের পরিবেশ এবং নির্দিষ্ট শ্রমঘণ্টা নির্ধারণের জন্য নারীকে যে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, শত বছর পরেও নারী আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয়, আইনি প্রক্রিয়া, প্রশাসনিক অবকাঠামো ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রেই সহজ-সরল ও স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিবন্ধকতাহীনভাবে কাজের পরিবেশ যেমন পায়নি, তেমনি প্রতিনিয়ত বৈষম্য, নির্যাতন ও অবহেলার শিকার হচ্ছে। তাই নারীকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে পথ চলতে হয়, অগ্রসর হতে হয় পাহাড় সমান বাধা পেরিয়ে। নারী তার পায়ের নিচের মাটি যেমন মজবুত করতে অগ্রসর হয়েছে, তেমনি বাড়িয়েছে তার কাজের পরিধিও।

নারী-পুরুষের এই পদ্ধতিগত বৈষম্যের অবসান জরুরি। যার জন্যে প্রয়োজন গণসচেতনতা সৃষ্টি করা। প্রয়োজন নারীর প্রতি অবিচারের কুফল ও ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন এবং সোচ্চার করা। বৈষম্যের বিরুদ্ধে নারীকে জাগিয়ে তোলা ও সংগঠিত করা এবং প্রতিকারমূলক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে তাদের প্রণোদিত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা। আমাদের বিশ্বাস এ সকল প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমরা সবাই সচেষ্ট থাকব। তবেই দিবস পালনের উদ্দেশ্য পূর্ণতা পাবে এবং সফল ও সার্থক হয়ে উঠবে।

"গ্রামীণ নারীকে ক্ষমতায়িত করি-ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত দেশ গড়ি" – এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছর দেশব্যাপী উদ্‌যাপিত হলো 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস'। কন্যাশিশু বার্তার এবারের সংখ্যাটি 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হলো।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

প্রতি বছরের মতো এবারো বিভিন্নমুখী প্রতিপাদ্য নিয়ে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে উদ্‌যাপিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১২ । লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। বৈষম্য-বঞ্চনা-নির্যাতন নয়, নারীর জন্য চাই সমতার পৃথিবী। এবছর সরকারি পর্যায়ে প্রতিপাদ্য ছিল- "কিশোরী, তরুণী, বালিকা মিলাও হাত–গড়ে তোলো সমৃদ্ধ বাংলাদেশ," বেসরকারিভাবে আরও অনেকগুলো প্রতিপাদ্য নেওয়া হয়েছে– "নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তরুণীদের সম্পৃক্ত করতে হবে," "গ্রামীণ নারীকে ক্ষমতায়িত করি–ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ি," "তৃণমূলে নারী নেতৃত্ব: ভবিষ্যৎ কিশোরীদের প্রেরণা", "তরুণ প্রজন্মের সম্পৃক্ততায় গড়ে উঠুক সম্ভবনাময় ভবিষ্যৎ" । জাতিসংঘ এবার গ্রামীণ নারীদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে প্রতিপাদ্য নির্ধারন করেছে: Empowering Rural Women, End Hunger and Poverty. তাদের মতে, স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত গ্রামীণ নারীকে ক্ষমতায়িত করা, তাদের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ সকল ধরনের সুযোগ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা। তা না হলে আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বিশ্ব হয়ে উঠবে অলৌকিক স্বপ্ন মাত্র।

জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বান কি মুন ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে তিন দিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছিলেন। বাংলার নারীদের অগ্রযাত্রা দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে বিশ্বের জন্য মডেল হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত এবারের প্রতিপাদ্য বাংলার নারী সমাজের হাজার বছরের সংগ্রাম ও নূন্যতম অর্জনেরই এক প্রতিফলন বলা যেতে পারে।

৮ মার্চ, নারীমুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল স্মরণীয় একটি দিন। শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্ব স্ব প্রতিপাদ্য নিয়ে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হলো দিবসটি। প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কেবলমাত্র একটি বিশেষ দিনকে নারী দিবস হিসেবে পালন করা কতখানি যুক্তিসংগত। যে অধিকার ও দাবী আদায়ের লক্ষ্যে দিবসটির সূচনা হয়েছিল, নারী কি সেই অধিকার পেয়েছে? আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ কর্তৃক ৩৮ বছর আগে দিবসটির ঘোষণা হয়েছে। এরপর প্রতিবছরই বিশ্বের প্রতিটি দেশ অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে উদ্‌যাপন করে আসছে। এরপরেও নারী তার সমঅধিকার, সমমর্যাদা, সমমজুরীর দাবীতে, নির্যাতনের কোপানল এবং কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে নিজেকে রক্ষার তাগিদে অদ্যাবধি আন্দোলন করে যাচ্ছে। সুতরাং একটি বিষয় স্পষ্ট যে, শুধু দিবস পালন করলেই নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে তা নয়, দিবসগুলো পালিত হয় নিতান্তই প্রতীকী মর্যাদায়।

নারীর প্রতি বৈষম্য, বঞ্চনার বিরুদ্ধে নারীরাই শুরু করেছিলেন প্রতিরোধ সংগ্রাম। ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সূঁচ কারখানার নারী শ্রমিকেরা। মজুরী বৈষম্য, কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করা ও কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধেই ছিল তাদের প্রতিবাদ। হাজার হাজার নারী শ্রমিক সংগঠিতভাবে বিক্ষোভ করেছিল। তাঁদের বিক্ষোভকে দমন করতে পারেনি পুলিশী নির্যাতন। বরং নির্যাতিত নারী শ্রমিকদের সেই দুঃসাহসী প্রতিবাদই হয়ে উঠেছিল নারী আন্দোলনের নিরন্তর প্রেরণার উৎস।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৬০ সালের ৮ মার্চ, নিউইয়র্ক শহরের কারখানায় নারী শ্রমিকরা তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে। এটি ছিল শ্রমজীবী নারীর অধিকার আদায়ের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় শ্রমজীবী নারীদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এতে, জার্মান কমিউনিস্ট নারীনেত্রী ক্লারা জেটকিন আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি সারা বিশ্বে বছরের যে কোনো একটি দিন নারীর দাবীকে সামনে রেখে আন্ত র্জাতিক নারী দিবস পালনের আহ্ববান জানান। এ সম্মেলনে ১৭টি দেশের শতাধিক নারীনেত্রী অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা বিভিন্ন ইউনিয়ন, সোস্যালিস্ট পার্টি, শ্রমজীবী নারী ক্লাবের প্রতিনিধিবৃন্দ ছিলেন। এছাড়াও ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নির্বাচিত হওয়া প্রথম তিন নারী এমপিও এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই সভাতেই পরবর্তী বছর থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯১১ সালে প্রথম বারের মতো ১৯ মার্চ, বেসরকারিভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। তারিখটি নির্ধারণ করা হয়েছিল মূলত ১৯৪৮ সালে প্রুসিয়ায় সংগঠিত বিপ্লবী আন্দোলন তথা নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলনের কথা মাথায় রেখে। নিপীড়িত নারীদের দুর্দমনীয় আন্দোলনের মুখে প্রুসিয়ান রাজা সেদিন নারীদের ভোটাধিকারের কথা ঘোষণা দিয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে তিনি নারীর ভোটাধিকারের অধিকার বাস্তবায়ন করেননি।

নারীর ভোটাধিকার নারী আন্দোলনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কেননা নারীর ভোটাধিকার না থাকা মানেই নারীর রাজনৈতিক অঙ্গনে কোনো প্রবেশাধিকার নেই। রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর অনুপস্থিতি মানেই দেশ পরিচালনা থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ সর্বক্ষেত্রেই নারীর মতামত, পছন্দ অপছন্দের কোনো প্রতিফলনের সুযোগ থাকে না। এহেন পরিস্থিতিতে একজন নারী জীবের পরিবর্তে জড়তে রূপান্তরিত হয়। এজন্যই বলা হয়, নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। ভোটাধিকারের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার মধ্য দিয়েই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে অপহরণ করা তথা নারীকে উন্নয়নের মূল কেন্দ্র বিন্দু থেকে সরিয়ে এনে প্রকারান্তরে নারীকে গৃহবন্দী করা হয়। আমরা যদি একটু পেছন ফিরে তাকাই তা'হলেই দেখতে পাই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিশ্বজুড়েই নারী ছিল অবরোধবাসিনী। নারীর ভোটাধিকার ছিল না। মতামত দেয়ার সুয়োগ ছিল না। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। বিশ্বজুড়ে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের ফলে নিউজিল্যান্ডে নারীরাই প্রথম ভোটের অধিকার পায় ১৯৯৩ সালে। ১৯০১ সালে অষ্ট্রেলিয়া, ১৯০৬ সালে ফিনল্যান্ড, ১৯১৮ সালে জার্মানী, ১৯২০ সালে যুক্তরাষ্ট্র, ১৯২৮ সালে বিট্রেন, ১৯৪৭ সালে জাপান, ১৯৫০ সালে ভারত ও কানাডার নারীরা ভোটাধিকার পায়। দক্ষিণ আফ্রিকার কালো নারীরা ভোটাধিকার পেয়েছে ১৯৯৪ সালে। ভারত উপমহাদেশের নারীরা ভোটাধিকার পেয়েছে ১৯৩৫।

নারী শ্রমিকদের এই ভোটাধিকার আন্দোলনকে গুরুত্ব প্রদান করেই ১৯১৪ সালে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কেননা ১৯০৮ সালের নিউইয়র্কের ঐ দিন প্রায় ১৫ হাজার শ্রমজীবী নারী তাদের দাবি–দাওয়া নিয়ে মাঠে নামে। তাদের দাবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি দাবী ছিল: নারীর ভোটাধিকার নিশ্চিত করাসহ কর্মঘন্টা কমানো, বেতন–ভাতা বৃদ্ধি অর্থাৎ পুরুষের সমমজুরী প্রদান। ইতিহাসে যা 'বিশ হাজারীর

উত্থান' নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, দাবী আদায়ের প্রতি অবিচল থেকে ১৯১০ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বেসরকারিভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ দিবসটি পালিত হয়। এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়েও নারীরা এ দিবস পালনে পিছপা হয়নি।

নারী সমাজের ক্রমাগত আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ ৮ মার্চকে আনুষ্ঠানিকভাবে নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। প্রস্তাব গ্রহণের প্রায় ছয় দশক পর আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত ও স্বীকৃত হওয়ায় বিশ্বনারী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ঘোষণা করে 'সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি' (Equality, Development and Peace) এই প্রতিপাদ্য নিয়ে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করে।

এই দিবসটির সৃষ্টির ইতিহাস কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের ঘটনা নয়। প্রায় দেড় শত বছরের ইতিহাসের ফসল হলো এই দিবস। এই দিবস ঘোষণার জন্য নারী সমাজকে অনেক কাঠখড়ি পোঁড়াতে হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন, বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে নারীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা একই সঙ্গে বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করার জন্য চালাতে হয়েছে নিরন্তর আন্দোলন ও সংগ্রাম। উন্নত দেশের নারীরাই যে শুধু এ আন্দোলনে অংশ নিয়েছে তা নয়। বাঙালি নারীরাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নমুখী আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে চন্দ্র মুখী বসু, ফজিলাতুন্নেসা, বেগম রোকেয়া, নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী, আশালতা সেন, সৈয়দ বদরুন্নেসা, বেগম সুফিয়া কামাল, ইলা মিত্র, লীলা নাগ, জোবেদা খাতুন চৌধুরীর মতো সমাজকর্মীদের দৃপ্ত প্রত্যয় ও বলিষ্ঠ পদচারণার কথা স্মরণ করা যায়। বাঙালি নারী সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা যে সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন তা নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিনের তুলনায় কোনো অংশেই কম নয়। তৎকালীন সময়ে হাজারো বাঁধা, কুসংস্কার থাকা সত্ত্বেও বাঙালি নারী সমাজকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমমজুরী, সমমর্যাদা সর্বোপরি অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হতে তাঁরা ক্রমাগতভাবে সাহস জুগিয়েছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন। এরই ধারাবাহিতকায় সময়ের সাথে সাথে আমাদের দেশের নারীদের অগ্রযাত্রা এক স্তর থেকে উন্নীত হয়েছে আর এক স্তরে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বর্তমানে রয়েছে নারীর সরব পদচারণা। বিচার, প্রশাসন, পুলিশ, বিমান, শিক্ষা, ব্যাংকিং, সেবা এবং গণমাধ্যমসহ সর্বত্রই নারী অত্যন্ত বলিষ্ঠতার পরিচালনা করছে তাঁদের দায়-দায়িত্ব।

নারীর ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও ষাটের দশকে গৃহীত হয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকারের দুটি সনদ। এগুলো পুরুষ ও নারীর জন্য সমভাবে স্বীকৃত হলেও পিতৃতান্ত্রিকতার বেড়াজাল আবদ্ধ হয়ে পড়ে। গবেষকদের মতে, নারীর অগ্রযাত্রা কাঙ্খিত মাত্রার তুলনায় অনেক পিছিয়ে যায়। ফলে প্রয়োজন হয় সিডও-এর মতো বিশেষ একটি সনদের। ১৯৭৯ সালে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ-সিডও। ইংরেজিতে একে বলা হয় Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women। মোট ৩০টি ধারা নিয়ে ঘোষিত এই সনদের পেছনে বিশ্ব নারী আন্দোলনের ভূমিকাই ছিল অগ্রগণ্য। সনদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়, নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য সমাজগুলোতে বিদ্যমান, যা সাম্যের নীতির পরিপন্থী এবং এজন্য দরকার রাষ্ট্রপক্ষগুলোকে নারীর পরিপূর্ণ উন্নয়ন ও অগ্রসরতার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নসহ সকল প্রকার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জাতিসংঘের সিডও সনদ একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা। কেননা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে পুরুষ প্রাধান্যকে যুগে যুগে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে নানা ধরনের মন্তব্য, তথ্যের অপপ্রচার, ধর্মের দোহাই দিয়ে নানা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদান এবং নারীর অবস্থানকে সর্বদাই নড়বড়ে করে রাখার অপচেষ্টা চালানো হয়। সুতরাং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলা যায় সিডও সনদটি পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং নারী উন্নয়নের হাতিয়ার।

পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কতগুলো নমুনার কথা বলা যেতে পারে: সে সময় জার্মানীর স্বৈরাচারী নায়ক হিটলার বলেছিলেন, **Women's place is in bed, the kitchen and church.** ইতালীয় স্বৈরাচারী নায়ক মুসেলিনীর কণ্ঠেও একই ধরনের সুর উচ্চারিত হয়েছে Stay home and breed soldiers. আবার এর বিপরীতমুখীও কিছু চিত্র রয়েছে যে, প্রত্যেক সমাজেই কিছু প্রগতিশীল চিন্তার মানুষ যারা নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে সর্বদাই দৃঢ়বদ্ধ হয়ে কাজ করেন।

সিডও'র ঘোষণাকে অবলম্বন করে অনেক দেশই তাদের সংবিধান নতুনভাবে প্রণয়ন করেছে অথবা বিদ্যমান সংবিধানের সংশোধনী এনেছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারও এ থেকে পিছপা হয়নি। তবে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ এবং শরীয়া আইনের পরিপন্থী উল্লেখ করে ধারা ২ (মূলত এই ধারাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সনদের উল্লিখিত ধারাগুলো বাস্তবায়নে সরকার নিজ দেশে আইন করবে) এবং ১৬.১.গ ধারা (বিবাহ এবং এর বিচ্ছেদকালে একই অধিকার ও দায়িত্ব) এই দুটি ব্যতিরকে ১৯৮৪ সালে ৬ নভেম্বর সিডও সনদে স্বাক্ষর করে। তথ্য মোতাবেক অনেক মুসলিম দেশের সরকার প্রধানরাই কোনো সংরক্ষণ ছাড়াই সিডও সনদে স্বাক্ষর দিয়েছে।
পরবর্তীকালে বৈশ্বিকভাবে সিডওর কর্মপদ্ধতি ও কাঠামো, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনগত ও নীতিগত দিকগুলো কি হবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় এনে সিডও সনদকে আরও অর্থবহ করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন। এই সম্মেলনে গত কয়েক দশকের নারী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও সুপারিশের ভিত্তিতে ১২ টি বিষয় চিহ্নিত করে ঘোষিত হয় বেইজিং ঘোষণা, ১৯৯৫। এ ঘোষণার মূল বিষয় ছিল: নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার সহিংসতা দূর করা, বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা- ফলশ্রুতিতে নারীকে একজন পূর্ণ অংশীদারিত্বের অধিকার ও সমতা দিয়ে নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা। এ ছাড়াও চিহ্নিত ১২টি বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা (Platform for Action) গ্রহণ করা।

বহু বছরের আন্দোলন-সংগ্রাম, উদ্যোগ ও অগ্রগতির পরেও আজো বিশ্বের প্রায় ৫৪ টি দেশে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বিভিন্ন আইন চালু রয়েছে। বাংলাদেশেও যেমন রয়েছে বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইন, পারিবারিক আইনসহ নানা আইন। যার কারণে শিক্ষা, কর্মসংস্থানসহ আরও অনেক বিষয়ে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও নারীরা পুরুষের তুলনায় দরিদ্রই রয়ে যাচ্ছে। সমতা, মর্যদা অংশীদারিত্ব, নারীর শ্রমের স্বীকৃতি, সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী অংশগ্রহণ কাঙ্খিত মাত্রায় পৌঁছায়নি। জাতি সংঘের তথ্য মোতাবেক নারীরা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক, মোট শ্রমক্তির শতকরা ৪৮ ভাগ এবং জাতীয় আয়ে নারীর অবদান ৩০ ভাগ। নারীরা পৃথিবীর মোট কাজের দুই-তৃতীয়াংশ সম্পাদন করে এবং পুরুষের চাইতে প্রায় ১৫ গুণ সাংসারিক কাজের বোঝা বহণ করে। কিন্তু মোট সম্পদের ১০০ ভাগের মাত্র ১ ভাগের মালিক হলো নারীরা এবং মোট আয়ের ১০ ভাগের মাত্র ১ ভাগ লাভ করে নারীরা। যেহেতু নারীর গৃহস্থালী কাজকে উৎপাদনমূলক বা অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে গণ্য করা হয় না-তাই প্রতি

বছর বিশ্ব অর্থনীতি থেকে নারীর এই অদৃশ্য অবদান (invisible contribution) হিসেবে ১১ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যায়, অর্থাৎ তা পরিমাপ করা হয় না বা স্বীকৃতি দেওয়া হয় না।

এছাড়াও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, চর্চা এবং সামাজিক ব্যবস্থার কারণে এখনো অনেক ক্ষেত্রেই নারীকে সম্পূর্ণ এককভাবে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সামনের দিকে এগুতে হয়। প্রতিনিয়ত তাদেরকে সহ্য করতে হয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যা উন্নয়নের পথে একটি বড় অন্তরায়। বিশ্লেষকদের মতে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ায় নারী নির্যাতনের হার তুলনামূলক ভাবে বেশি। এর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থা আরও ভয়াবহ। *দৈনিক প্রথম আলো* (৯ মার্চ ২০১২)'র তথ্য মোতাবেক, বাংলাদেশে শারীরিকভাবে নির্যাতিতদের মধ্যে নারীর অবস্থান শীর্ষে। তথ্যানুসারে, সারা দেশে ২০১০-১১ অর্থবছরে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) আসা নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের মধ্যে ৭৪ দশমিক ২১ শতাংশ ছিল শারীরিক নির্যাতন, ২৩ দশমিক ৮৯ শতাংশ যৌন নির্যাতন এবং ১ দশমিক ৯ শতাংশ ছিল অগ্নিদগ্ধ। এসকল নির্যাতনের পেছনে অন্যতম কারণ ছিল যৌতুক।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির হিসাব অনুযায়ী, ২০১১ সালে মোট ৪৪২১ জন নারীকে বিভিন্ন রকম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। ২০১০ সালে এ সংখ্যা ছিল ১৯৯২ জন। এদিকে, মানবাধিকার সংস্থা অধিকার'র ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী, ১২২৭ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়। এর মধ্যে ৫১৬ জন যৌতুকসহ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন এবং ৭১১ জন ধর্ষণের শিকার হন। ২০১০ এ নির্যাতন সংক্রান্ত তথ্য: মোট ৯৩৭ জন। এর মধ্যে সহিংসতার শিকার হন ৩৭৮ জন এবং ধর্ষণের শিকার হন ৪৫৬ জন। চলতি বছরে (২০১২) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি দুইমাসে অধিকার–এর তথ্যানুযায়ী সহিংসতার শিকার হন ২৩৪ জন নারী এবং বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির তথ্যানুসারে, ৮০২ জন নারী ও শিশু খুনসহ নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হন।

উল্লিখিত তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করলে একটি ভয়াবহ চিত্র বেরিয়ে আসে তা হলো, নারী নির্যাতনের সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিগুন হারে বেড়েছে। যা এ দেশের উন্নয়ন যাত্রাকে ব্যাহত করছে, নারী অধিকার, নারীর সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। তা সত্বেও কয়েক দশকে এদেশের নারীদের অগ্রগতির চিত্রটি নিম্নরূপ:

শিক্ষা ক্ষেত্রে

আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর পূর্বে বেগম রোকেয়া আন্দোলন শুরু করেছিলেন নারী সমাজকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন শিক্ষাই নারী মুক্তির একমাত্র পথ। সে সময় নারী সমাজ শিক্ষার আলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিল। বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিসাটকসের (ব্যানবেইসের) তথ্য মোতাবেক, বর্তমানে পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিচে তুলনামূলক পরিসংখানের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

নং	শিক্ষার স্তর	নারী শিক্ষার হার ও সাল	নারী শিক্ষার হার ও সাল
১	প্রাথমিক	৩১.৮ (১৯৭০সাল)	৫০.৫ (২০০৮ সাল)
২	মাধ্যমিক	১৮.৪ (১৯৭০ সাল)	৫৩.৭ (২০০৮ সাল)
৩	কারিগরি শিক্ষা	৪.৩ (১৯৮০ সাল)	২৩.৬ (২০০৮ সাল)
৪	উচ্চ শিক্ষা	২৭.১ (১৯৮০ সাল)	৪৩.৫ (২০০৮সাল)

ইউনিসেফের তথ্য মোতাবেক, ২০০৭-২০১০ গড়ে মোট ভর্ত্তির অনুপাত ছেলে শিশুর ক্ষেত্রে ৯৩ এবং কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে শতকরা ৯৭ ভাগ। ১৯৯৫ সালে শতকরা ৫ ভাগ মেয়ে স্নাতকত্তোর শিক্ষা গ্রহণ করত বর্তমানে এই হার ১৯ শতাংশ।

শিক্ষকতা পেশায়

শিক্ষকতা পেশায় নারীর অংশগ্রহণ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে বলে সম্প্রতি এক গবেষণায় উঠে এসেছে। গবেষণা মোতাবেক, ১৯৯৫ সালে নারী শিক্ষকের হার ছিল ২৫ শতাংশ। বর্তমানে এই হার গড়ে ৫০ দশমিক ৭ শতাংশ। যদিও সরকারি বিধি মোতাবেক, প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ নারী শিক্ষক নিয়োগ বাঞ্চনীয়।

শিক্ষকতা পেশায় নারী শিক্ষিকার হার বৃদ্ধি পেয়েছে যা তুলনামূলক পরিসংখানের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

নং	শিক্ষার স্তর	নারী শিক্ষিকার হার ও সাল	নারী শিক্ষিকার হার, ২০০৮ সাল
১	প্রাথমিক	২.২. (১৯৭০ সাল)	৪১.৮
২	মাধ্যমিক	৭.২ (১৯৭০ সাল)	২৩.৩
৩	কারিগরি শিক্ষা	২.৮ (১৯৮০ সাল)	২৩.৬
৪	উচ্চ শিক্ষা	১৬.২ (১৯৮০ সাল)	২৫.৮

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নারীর অবস্থান

সরকারি বিধি মোতাবেক প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার পদে ১০ শতাংশ এবং অন্যস্তরে ১৫ শতাংশ নারী কর্মী নিয়োগ প্রদানের বিষয়টি নির্ধারন করা আছে। ২০০৭ সালের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০২ সালে প্রথম শ্রেণী গেজেটেড অফিসার পদে ৯.৮ শতাংশ, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৭.৮ শতাংশ, তৃতীয় শ্রেণীতে ১২.৮ শতাংশ এবং চতুর্থ শ্রেণীতে ৬.৫ শতাংশ ছিল। ২০০৭ সালে এই হার বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে প্রথম শ্রেণীতে ১২.৭, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৯.৬, তৃতীয় শ্রেণীতে ১৬.৫ এবং চতুর্থ শ্রেণীতে ৮.৯ শতাংশ।

২০০২ সালে বেসরকারি পর্যায়ে নারী কর্মীর সংখ্যা আনুষ্ঠানিক সেক্টরে ছিল ৬.২ শতাংশ, অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে ২২.৭ শতাংশ এবং লাভজনক সেক্টরে ৪৪.২ শতাংশ। ২০০৭ সালের রিপোর্ট মোতাবেক, এ হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে আনুষ্ঠানিক সেক্টরে ১১.৪, অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে ৩১.৩, লাভজনক

প্রতিষ্ঠানে ৫২.৮ শতাংশ। একইভাবে দেখা যায়, সেনাবাহিনীতে ৭৬ জন, বিমানবাহনীতে ৩৫ জন এবং নৌবাহিনীতে ২০ জন নারী অফিসার পদে নিযুক্ত আছেন। পুলিশ বিভাগে কনস্টেবল ও কর্মকর্তা মিলে আছেন ১০৯২ জন নারী। সিভিল সার্ভিসে ৭ হাজার ৫৭৪ জন নারী, পররাষ্ট্র দফতরে ২৬ জন নারী। বর্তমানে নারী সচিব আছেন ৩ জন, অতিরিক্ত সচিব আছেন ৯ জন, যুগ্মসচিব ২৭ জন এবং রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে রয়েছেন ৩ জন নারী। সমাজের অর্ধেকাংশ নারী হওয়ায় এ চিত্র আমাদের কোনো ভাবেই আশার সঞ্চার করে না এটি যে

তৈরি পোষাক শিল্প কৃষি ক্ষেত্রে রপ্তানী আয়ে নারী

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম সেক্টর হলো পোষাক শিল্প, যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ শ্রমিক নারী। মূলত এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখার পেছনে অন্যতম নিয়ামক শক্তি হলো তারা। চা-চামড়া, তামাক শিল্পেও কাজ করছে নারী শ্রমিকেরা। ১৯৮১ সালে সরকারি হিসাব অনুযায়ী, নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল কৃষি ক্ষেত্রে ৪.৩ শতাংশ। যদিও এই তথ্যকে সঠিক হিসেবে ধরা হয় না কারণ কৃষি ও গৃহস্থালী কাজে নারীর অবদানকে জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি না দেয়ায় এর কোনো অর্থনৈতিক মূল্যায়নও করা হয় না এবং শ্রমশক্তিতেও অর্ন্তভূক্ত করা হয় না। তবে বর্তমানে এই ধারাবাহিকতার কিছুটা হলেও পরিবর্তন হচ্ছে। সরকারি বলা হচ্ছে শ্রমবাজারে কর্মক্ষম নারীদের হার ২৯ শতাংশ। অনেকের মতে এই হার প্রায় এর দ্বিগুন।

এছাড়াও হিমায়িত মৎস্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য হস্তশিল্পসহ অন্যান্য পণ্য উৎপাদনের কাজগুলো নারী শ্রমিকরাই করে থাকে।

প্রবাসী কর্মসংস্থানে নারী

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের অংশ হিসেবে বর্তমানে নারীরা প্রবাসে কর্মসংস্থানের কাজে নিয়োজিত হচ্ছেন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তারা নিজেদেরকে কর্মোপযোগী করে গড়ে তুলছেন। গত ২০১১ সালে ৩০ হাজার ৫৭৯ জন নারী চাকরী নিয়ে প্রবাসে গেছেন। তথ্য মোতাবেক ৭৬ লাখ বাংলাদেশী বিশ্বের ১৪৩ টি বৈধভাবে বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত রয়েছে। এর মধ্যে ১ লাখ ৮২ হাজার ৫৫৮ জন নারী। এইসব নারীরা বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে বেগবান করছে।

ক্ষুদ্র ঋণ ও নারী

দেশের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পুরোটাই নারী কেন্দ্রীক। তথ্য মোতাবেক, প্রায় পাঁচ হাজার ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক পর্যায়ের নারী গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে নারীরা যেমন নিজেদের আয়ের পথ সৃষ্টি করছে একইভাবে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, ২০১০ সালের জুন মাসে দেশে ক্ষুদ্র ঋণের গ্রাহকের সংখ্যা ২ কোটি ৫২ লাখ ৮০ হাজার। এর মধ্যে ৯০ শতাংশই নারী গ্রাহক।

পুঁজি বাজারে নারী

পুঁজিবাজারের মতো ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগেও পিছিয়ে নেই নারীরা। তারা সরাসরি বিনিয়োগ করছেন অনেকে। গত ২৯ ফেব্রুয়রি, ২০১২ পর্যন্ত দেশে মোট বিও একাউন্টের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮ লাখ ১১ হাজার ৯৪১টি। এসবের মধ্যে নারীদের বিও হিসাবের সংখ্যা ৭ লাখ ১৭ হাজার ১৮৯ টি যা, বিও হিসেবের ২৫ দশমিক ৫০ শতাংশ। যদিও নারীর নামে বিও একাউন্ট মানেই পুঁজি বাজারে নারীরা সরাসরি জড়িত এনিয়ে অনেক বিতর্ক ও সংশয় রয়েছে তারপরেও এ হিসাব পুঁজি বাজারে নারীদের উপস্থিতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

গণমাধ্যমে নারী

গণমাধ্যম একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই পেশাতেও নারীরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করছে।

মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়নে নারীর ভূমিকা

বিশ্বে মা ও শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)। এতে বলা হয়েছে ২০১৫ সালের মধ্যে সমগ্র বিশ্বে মাতৃমৃত্যুর হার তিন-চতুথাংশ কমিয়ে আনা হবে। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশেও সরকারি বেসরকারি পর্যায় থেকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর অগ্রগতির হার সন্তোষজনক। এ কারণে ২০১১ সালে বাংলাদেশকে জাতিসংঘ কর্তৃক "সাউথ সাউথ" পুরস্কার প্রদান করা হয়। জাতিসংঘ ইকোনমিক কমিশন ফর আফ্রিকা, জাতিসংঘে এন্টিগুয়া-বারবুডার স্থায়ী মিশন, আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) ও সাউথ সাউথ নিউজ যৌথভাবে এ পুরস্কার প্রবর্তন করেন। এ অর্জনের পেছনে বাংলাদেশের নারী সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারই এ বিষয়ে সচেতন নয় অথবা সচেতন হলেও এখাতে ব্যয় করতে উৎসাহী হয় না। তা সত্বেও বর্তমানে নারী সমাজের একটি অংশ সংখ্যায় অত্যন্ত কম হলেও নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে সেবা নিচ্ছে। ফলে সামাজিকভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে এর একটি ফলাফল তৈরি হয়েছে।

মার্চ ৮, ২০১১ নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজায় একটি দৈনিক পত্রিকা *ডেইলী ট্রাস্ট*-এ 'মাতৃমৃত্যু : বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নাও' এই শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়, যা বাংলাদেশের নারী স্বাস্থ্য উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসেবে ধরা যায়।

বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু স্বাস্থসেবা জরিপ ২০১১ (বিএমএসএস) মোতাবেক গত ১০ বছরে বাংলাদেশে রক্তক্ষরণের কারণে মাতৃমৃত্যু হার কমেছে ৩৫ শতাংশ এবং খিচুনীতে কমেছে ৫০ শতাংশ। আরও একটি তথ্যে বলা হয় ২০০১ সালে ২.৭ শতাংশ মা বেসরকারি ক্লিনিকে যেতেন স্বাস্থ্য সেবা কিনতে বর্তমানে এই হার ১১.৫ শতাংশ। সরকারি হাসপাতালের তুলনায় বেসরকারি হাসপাতালে প্রসুতিসেবাসহ নারীর জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা কিনতে প্রায় ১০ গুন বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়। অর্থ্যাৎ প্রসুতি নারীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা অত্যন্ত জরুরী এ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সচেতনতা তৈরিতে নারী সমাজের একটি উল্লেখ যোগ্য অবদান রয়েছে। যদিও শহরের তুলনায় গ্রামীণ নারীর ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণের হার অত্যন্ত কম।

রাজনীতি

রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ পূর্বের তুলনায় অনেকগুন বেড়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ইউপি থেকে শুরু করে সংসদ পর্যন্ত নারীর অংশগ্রহণ দৃপ্ত। ইউপি, উপজেলা, জেলা, সিটিকর্পোরেশনসহ সর্বস্তরে নারী নেতৃত্ব তাদের সৃজনশীলতা, দক্ষতা এবং নৈতিকতার সাথে সমাধান করে চলেছে সাধারন

মানুষের নানা সমস্যার। বর্তমানে সংসদে সরাসরি করে জয়ী হন প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেত্রীসহ মোট ১৯ জন নারী। এই হিসেবে জাতীয় সংসদে নারী সদস্যের সংখ্যা মোট ৬৯ জন, যা মোট সদস্য সংখ্যার ১৯.৭ শতাংশ। সংসদের ৪০টি স্থায়ী কমিটির ৪০০ সদস্যের মধ্যে ৬০ জন নারী প্রতিনিধি যা শতকরা ১৫% । যদিও গণপ্রতিনিধিত্ব আধ্যাদেশ-২০০৮ এ রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে ২০২০ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকলপর্যায়ের কমিটিতে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য নির্বাচনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এটি মেনেই নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন নিয়েছে দলগুলো। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে বর্তমানে নারী সদস্যের হার ১৬ শতাংশের কিছু বেশি এবং বিএনপির নির্বাহী কমিটিতে এই হার ১০ শতাংশ। রাজনীতি অঙ্গনে নারীর পদচারনা একদিকে যেমন আমাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করে ঠিক প্রধান দুই রাজনৈতিক দলে সাংগাঠনিক কাঠামোয় বিধিমোতাবেক নারী সদস্যের অনুপস্থিতি আমাদেরকে হতাশায় ফেলে। তারপরেও মনে হয় রাজনৈতিক অঙ্গনে নারী পদচারণা ইতিবাচক। আইপিইউ এর র‍্যাংকিং এ বাংলাদেশের অবস্থান ৬৫তম।

নারী দিবসের শত বছর পরেও হিসেবের খাতা মিলিয়ে দেখতে হয়, নারীর প্রাপ্তি কী এবং প্রাপ্তিযোগ্য কী ছিল। শত বছরের প্রচেষ্টায় নারীর অগ্রপথে কি কি সংযোজন হলো। অধিকারের প্রশ্নে নারী কোথায় এবং কিভাবে অবস্থান করছে। অর্জনের খতিয়ানগুলোকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে হয় সমাজ, পরিবার রাষ্ট্রকে। তবে এ নিয়ে একেবারে আশাহত হবারও কিছু নেই। কেননা নারী অধিকার মানবাধিকার এটি বুঝতেই অনেক সময় লেগেছে দেশে-দেশে, সমাজে-সমাজে এবং মানুষে-মানুষে। গত ৩ মার্চ ২০১০ এ নারী দিবস ও বেইজিং ঘোষণার অগ্রগতি পর্যালোচনা নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণার ৩৮ বছর পর জাতিসংঘ উপলব্ধি করেছে নারীর জন্য আলাদা সংস্থার প্রয়োজন। এ অনুষ্ঠানে বান কি মুন নারীদের কল্যানে একটি পৃথক সংস্থা গড়ার গৃহীত প্রস্তাব পাশ করার জন্য সাধারণ পরিষদের কাছে আহবান জানান। গত ১১ নভেম্বর এই প্রস্তাবটি সাধারন পরিষদে গ্রহণ করার আগে অনেক সদস্য দেশ এর বিরোধিতা করে। সুতরাং নারীর জন্য কোনো পথই খুব মসৃন নয়।

নারী বিষয়ক জাতীয় নীতি পরিমন্ডল বিষয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে বলা প্রয়োজন এ ক্ষেত্রে অন্যতম ঘাটতি হচ্ছে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের সনদ বা সিডও'র দুটি ধারা থেকে সংরক্ষণ আজও তুলে নেয়া হয়নি। ধারা দুটি থেকে সংরক্ষণ তুলে সনদটির পূর্ণ অনুমোদন দেওয়ার মাধ্যমে নারীর সমানাধিকার অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার একটি সম্ভাবনা তৈরি হবে। এছাড়াও বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের পথকে কাঙ্খিত মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমরা যা করতে পারি–

- আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়টি যখন একজন নারী মন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে তখন রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের কিছু যোগ্য পেশাজীবী নারীকে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করলে এ ক্ষেত্রে কিছু মাত্রায় সমতা সূচিত হবে বলে আশা করা যায়।
- সরকারের বিভিন্ন ধরনের কমিশন রয়েছে প্রায় ১০/১২টি। কিন্তু এসব কমিশনে নারী প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত নগণ্য। নবগঠিত তথ্য কমিশনে সদস্য হিসেবে একজন নারী সদস্যেও নিয়োগ এ ক্ষেত্রে একটি আশার কথা আমাদের জন্য। আমাদের স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ ও আগ্রহ থাকলেও নির্বাচন কমিশনে কোনো নারী কমিশনার নেই। নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রমকে নারী সংবেদী করা যতটুকু সম্ভব হয়েছে তা নাগরিক সমাজ ও নারী আন্দোলনের উদ্যোগেই অর্জিত। একইভাবে আইনের সঙ্গে নারীর প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত থাকলেও এই কমিশনটিতেও কোনো নারী সদস্য নেই। শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্য নারীর উপস্থিতি থাকলেও ছয় সদস্যেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে নারী সদস্য রয়েছেন মাত্র একজন।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ইত্যাদির মতো নেতৃস্থানীয় পদগুলোতে আমরা নারীর কোনো উপস্থিতি লক্ষ্য করি না। এখানে যোগ্য শিক্ষাবিদ নারীর সংখ্যা যে কম নেই তা আগেই বলা হয়েছে। সমস্যাটি কি তাহলে ঐতিহ্যবোধের অভাব ও নারীর সমতা অর্জনের প্রশ্নটির প্রতি চোখ বন্ধ রাখার? মূলত উচ্চ শিক্ষার মতো উদার ও প্রগতিশীল ক্ষেত্রগুলোই পারে নারীর জন্য সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভুমিকা রাখতে।
- আমাদের প্রশাসনিক বিভাগের চিত্রটি এখনও কোনো উজ্জ্বল চিত্র আমাদের সামনে হাজির করে না। এক্ষেত্রেও উচ্চ পদস্থ নারী কর্মকর্তার হার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও সুযোগ সৃষ্টি করা। ব্যাংক, বীমা, লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিনির্ধারক পর্যায়ে নারীর উপস্থিতি প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। সুতরাং এসকল সেক্টরে অধিক হারে নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- যেহেতু এখন পর্যন্ত সমাজে সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার নাই এবং সরকারের দিক থেকেও এখন পর্যন্ত এর কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা নাই, সেখানে মূল ধারার ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে কিভাবে নারীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা বা জামানত বিহীন ঋণ ও সেবা প্রদান করা হবে তা নিয়ে একটি কৌশল নির্ধারন করা। গার্মেন্টস শিল্পসহ সকল শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সরকারি বিধি মোতাবেক মজুরী প্রদান, নির্ধারিত শ্রম ঘন্টার বাইরে শ্রমের বিনিময়ে যথাযথ ওভারটাইম মজুরী প্রদান, মাতৃত্বকালীন ৬ মাস ছুটিসহ এবং নারী শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।
- প্রচলিত বৈষম্যমূলক আইন সংস্কার, পরিবর্তন ও নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিশেষ অগ্রগতি থাকলেও হিন্দু বিবাহ আইন সংস্কার ও পূর্ণাঙ্গ আইন প্রয়োজন। কেননা একই রাষ্ট্রে বসবাস এবং একই রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের কারণে হিন্দু নারীরা মুসলিম নারীদের তুলনায় আরও বৈষম্যের শিকার।

১৮৫৭ সালের সেই দুঃসহ স্মৃতি যেন আর পুনরাবৃত্তি না হয়, ২০১২ সালে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে নারীর জন্য সৃষ্টি করতে হবে সহায়ক পরিবেশ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এর জন্য প্রয়োজন, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ পূর্ণ বাস্তবায়ন করা যা, নারীর এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি নতুন পথ রচনা করবে। পাশাপাশি শত প্রতিকুলতার পথ অতিক্রম করে বাংলাদেশের নারীর অগ্রযাত্রাকে টিকিয়ে রাখা ও সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নিতে হবে আরও সমন্বিত উদ্যোগ।

নাছিমা আক্তার জলি
সম্পাদক
জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

সম্মাননা পদক পেলেন দুই মহীয়সী নারী

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম' সমাজে বিশেষ অবদান রাখার জন্য প্রতিবছর দুই জন সফল ও কৃতী নারীকে পদক প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবছর বাংলাদেশের দু'জন মহিয়সী নারী ড. হালিমা খাতুন এবং নারায়ণগঞ্জ সিটিকর্পরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র ডা. সেলিনা হায়ৎ আইভীকে সম্মাননা পদক ২০১২ প্রদান করা হয়। পদকপ্রাপ্তির পর তাঁদের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে তারা যা বলেন:

"সারাবিশ্বের নারীজাতির জন্য এই পদক একটি গৌরব"- ড. হালিমা খাতুন

সম্মাননা পদক পেয়ে অত্যন্ত গর্ব বোধ করেছেন বলে জনান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ভাষাযোদ্ধা ড. হালিমা খাতুন। কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে তিনি বলেন, " আমি সম্মানিত এবং এই পদক শুধু আমার একার নয়, সারাদেশের ও বিশ্বের সকল নারীর জন্য এটি গৌরবের।"

এই পৃথিবীতে প্রত্যেক নর-নারীরই রয়েছে সমান অংশীদারীত্ব, তাই কেউ পিছিয়ে থাকবে আর অন্যরা সামনে এগিয়ে যাবে তা হতে পারে না। যারা অগ্রগামী তাদের উচিৎ পিছিয়ে পড়া নারীদের হাত বাড়িয়ে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের উভয়ের সামর্থকে কাজে লাগিয়ে সুন্দর ভবিষৎ গড়ে তোলা। এমনি করেই পথ পরিবর্তন করতে হবে। এভাবেই নারীরা ভাগ্যজয়ের ইতিহাসে সামনের সারিতে এসে দাড়াঁবে। নারীদেরকেই নিজে থেকে অনুপ্রাণিত হতে হবে এবং সীমিত সুযোগ কাজে লাগিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। এই বৈশিষ্ট্য তাদেরকেই অর্জন করতে হবে যেন সকলের সাথে মিলে মিশে কাজ করতে পারে। তাই কোনো হিংসা বিবাদ নয়, সম্প্রীতি ও সংহতির মধ্য দিয়ে নারীদের এগিয়ে যেতে হবে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে এভাবেই নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন ড. হালিমা খাতুন।

" আমার নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পরেশন এর জনগণকে সম্মানিত করেছে এই পদক"- ডা. আইভী

বাংলাদেশের প্রথম নারী মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে প্রথমেই কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামকে আন্ত রিক অভিন্দন ও ধন্যবাদ জানান। এরপর তিনি বলেন, "এই পদক প্রদান করে আমার নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পরেশন এর জনগণকে সম্মানিত করা হয়েছে। তাদের ভালোবাসা আর সমর্থনেই আমি আজ নারায়ণগঞ্জ সিটিকর্পরেশনের মেয়র হতে পেরেছি"।

মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর জনাব আইভী তৃণমূল পর্যায় থেকে সর্বস্তরের নারীদের আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে সমান অগ্রাধিকার

দিয়ে কাজ করে চলেছেন। এরই অংশ হিসেবে বিনামূল্যে ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ ও সেলাই প্রশিক্ষণ চালু রয়েছে। পাশাপাশি নারায়নগঞ্জ সিটিকর্পরেশন এর অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়গুলোতে কন্যাশিশুদের দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান ডা.আইভী।

প্রথম নারী মেয়র হওয়ায় তারঁ অনূভুতি জানতে চাইলে তিনি বলেন, " আমি প্রথমে একজন মানুষ, এরপর নারী।" তবে এই পুরুষ–শাষিত সমাজে একজন নারী হয়ে নিজের কর্মদক্ষতা ও আত্মশক্তির বলে তিনি এই পর্যন্ত আসতে পেরেছেন বলে গর্ব বোধ করেন। এলাকার জনগণের প্রত্যাশা এবং নিজের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কাজ যাবেন এই প্রত্যয়ে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

"গ্রামীণ নারীকে ক্ষমতায়িত করি-ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত দেশ গড়ি" প্রতিপাদ্য নিয়ে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালিত

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের আয়োজনে কেন্দ্রীয়ভাবে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয় ১০ মার্চ ২০১২। এবারের প্রতিপাদ্য **"গ্রামীণ নারীকে ক্ষমতায়িত করি-ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত দেশ গড়ি"**। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন **জাতীয়** কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম এর সভাপতি **ড. বদিউল আলম মজুমদার এবং সঞ্চালনা করেন দিলীপ কুমার সরকার**। বিকাল ৩:৩০ মিনিটে ঢাকার শাহ্‌বাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে থেকে একটি র‍্যালি শুরু হয় এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে র‍্যালিটি শেষ হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন বেলুন উড়িয়ে র‍্যালির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম এর সম্পাদক **জনাব নাছিমা আক্তার জলি**, বিশিষ্ট ভাষাযোদ্ধা ও শিশু সাহিত্যিক **ড. হালিমা খাতুন**, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর মাননীয় মেয়র **ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী** এর পক্ষে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর ১৮ নং ওয়ার্ডের কমিশনার **কামরুল হাসান মুন্না**, সিসিডিবি এর প্রোগ্রাম হেড **সিলভাস্টার হালদার**, শিক্ষাবিদ **ড. মেহের ই খোদা**, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির **জনাব তৌহিদা খন্দকার**, ওয়াই.ডাব্লিউ.সি.এর ভারপ্রাপ্ত জাতীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব **হেলেন মনিষা সরকার**, বাংলাদেশ টেলিভিশন এর সাবেক মূখ্য বার্তা সম্পাদক জনাব **রফিকুল ইসলাম সরকার,** জনাব অধ্যাপক ও সঙ্গীতশিল্পী **ইফফাত আরা নার্গিস** অভিনেত্রী ও সমাজকর্মী **রোকেয়া প্রাচী** এবং সঙ্গীতশিল্পী **শুভ্রদেব**।

র‍্যালির শুরুতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভাষা সৈনিক **আব্দুল মতিন বলেন,** নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা না হলে দেশে কার্যকর উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীদের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করতে হলে তাদের শিক্ষাসহ সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এসময় **ড. মেহের ই খোদা** গ্রামের অবহেলিত নারীদের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের যোগ্যস্থান প্রাপ্তির আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। **রফিকুল ইসলাম সরকার** বলেন, দিবস পালনের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে সবাইকে নিজেদের গ্রামে গিয়ে উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত হতে হবে এবং নারীদের এই কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে।

র‍্যালি শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে সমবেতভাবে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করা হয়। এরপর 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' গানের মধ্য দিয়ে **ইফফাত আরা নার্গিস** এর নেতৃত্বে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের **সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলি**। তিন বলেন, নারীদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের সমবেত প্রচেষ্টা দরকার। তিনি তার বক্তব্যে সরকারের প্রতি নারী দিবস উপলক্ষে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কয়েকটি দাবি উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরেন।

হেলেন মনিষা সরকার বলেন, নারীদের উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত না করে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। অর্থনীতিতে নারীদের অবদানকে স্বীকৃতি না দিলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। **জনাব তৌহিদা খন্দকার** বলেন, ৯০'র দশকের পর থেকে মূলত নারীরাই দেশ পরিচালনার কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থান করলেও নারীর সম-অধিকারের বিষয়টি এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। **রোকেয়া প্রাচী** বলেন, শৈশবকাল থেকেই শিশুদের সাম্যের শিক্ষা দিতে হবে। শিশুরা যেন নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য না খুঁজে। আর এই পাঠ তাদরেকে পরিবার থেকেই দিতে হবে। **ড. বদিউল আলম মজুমদার** বলেন, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে শুধু অঙ্গীকারবদ্ধ হলেই হবে না তাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। নারীদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন জনাব রফিকুল ইসলাম সরকার। ঘোষণার প্রতি সমবেতভাবে সংহতি প্রকাশ করে উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দ একাত্মতা জানান।

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম দিবস উপলক্ষে **ড. হালিমা খাতুন** ও **ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভীকে** সম্মাননা পদক প্রদান করা হয়। **ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী** অনুপস্থিত থাকায় তাঁর পক্ষে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর ১৮ নং ওয়ার্ডের কমিশনার **কামরুল হাসান মুন্না** সম্মাননা পদক গ্রহণ করেন। তাদেঁর হাতে পদক তুলে দেন ড. বদিউল আলম মজুমদার ও সিলভাস্টার হালদার।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উপলক্ষে **'নারীর কথা-৭'** এর প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন।

একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ড. বদিউল আলম মজুমদার।

দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠান ছাড়াও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও উজ্জীবকদের আয়োজনে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা অঞ্চলে ৩২টি, কুমিল্লা অঞ্চলে ১২টি, বরিশাল অঞ্চলে ২০টি, ঝিনাইদহ অঞ্চলে ৪৫টি, খুলনা অঞ্চলে ৬৬টি, চট্টগ্রাম অঞ্চলে ২০টি, রংপুর অঞ্চলে ২৭টি, সিলেট অঞ্চলে ২০টি, ময়মনসিংহ অঞ্চলে ৬৫টি, রাজশাহী অঞ্চলে ৩২টি স্থানে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, র‍্যালি, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক। এসকল আয়োজনে সরকারি প্রশাসনের কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়াম্যান ও সদস্য, উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্তী ও অভিভাবকসহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষ আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করে।

ঢাকা অঞ্চল

সিঙ্গাইর

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম সিঙ্গাইর উপজেলা কমিটি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। প্রায় ৪ শতাধিক নারী-পুরুষ নারী অধিকারের বিভিন্ন দাবী সম্বলিত প্লাকার্ড ও পোস্টার নিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদের সড়ক দ্বীপের সামনে এসে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার আয়োজন করে। ফোরামের সভাপতি কানিজ ফাতিমার সভাপতিত্বে আলোচনা করেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক রেখা রানী দাশ, সিঙ্গাইর সদর ইউনিয়নের সংরক্ষিত আসনের সদস্য কানিজ ফাতিমা।

এরপর জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম সিঙ্গাইর উপজেলা মহিলা অধিদপ্তর আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। উপজেলা চেয়ারম্যান মুশফিকুর রহমান হান্নানের সভাপতিত্বে আলোচনা অংশ নেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সমাজ সেবার প্রতিনিধি, মহিলা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সিসিডিবি সহ আরো অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান। আলোচনা সভায় সভার সভাপতি মুশফিকুর রহমান হান্নান সিঙ্গাইর উপজেলায় বাল্য বিবাহ বন্ধ ও যৌতুক প্রতিরোধে উপস্থিত সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য আহবান জানান।

কুমিল্লা অঞ্চল

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে **লাকসাম উপজেলার** উপজেলার উত্তরদা ইউনিয়নের গণউদ্যোগ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গনে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উত্তরদা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রাব্বানী মজুমদার এর সভাপতিত্বে কলেজ প্রাঙ্গন থেকে একটি র‍্যালি বের করে খিলা বাজার প্রদক্ষিণ করে পুণরায় কলেজ প্রাঙ্গনে গিয়ে শেষ হয়। এরপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় আমন্ত্রিত বক্তাগণ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাল্য বিবাহ বন্ধের লক্ষ্যে উত্তরদা ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে প্রচারাভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। **মনোহরগঞ্জ উপজেলার** ঝলম ইউনিয়নে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভাটির আয়োজন করেন উপজেলার ৪ নং ঝলম (উত্তর) ইউনিয়নের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য হোসনেয়ারা বেগম। এতে সভাপতিত্ব করেন ঝলম ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল হাই। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লালচাদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব জাহাঙ্গীর আলম। সভাপতির বক্তব্যে জনাব আব্দুল হাই নারীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১২ সালের মধ্যে ঝলম ইউনিয়নে অন্তত ৬০ জন নারীকে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করার উদ্যো নেওয়া হবে বলে জানান। ইয়ুথ লিডার মো: হানিফ ও সালমা আক্তার এর আয়োজনে **লক্ষীপুর সদরের** চর রমনী ইউনিয়নের মধ্য চর রমনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তাগণ আন্তর্জাতিক নারী দিবস এর গুরুত্ব তুলে ধরে ইউনিয়নের সকল নিরক্ষর নারীকে সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। **চান্দিনার** গল্লাই ইউনিয়নে দিবস উপলক্ষে নারী নেত্রী সুফিয়া সুলতান এর আয়োজনে কঙ্গাই উচ্চ বিদ্যালয়ে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২০০ জন নারী-পুরুষের উপস্থিতিতে র‍্যালিটি কঙ্গাই বাজার প্রদক্ষিণ করে। এরপর আলোচনা সভা শুরু হয়। বক্তাগন তাদের আলোচনায় আন্তর্জাতিক নারী দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং নারীদের শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার কথা বলেন। এদিকে নবাবপুর ইউনিয়নের নবাবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে আলোচনা সভার আযোজন করা হয়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক সুলতান আহমেদ এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভাটি। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন নবাবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাওলানা মো: শাহজাহান এবং সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব জাহাঙ্গির হোসেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, "সুখী সমৃদ্ধশালী ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠন করতে নারী পুরুষের সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।"

বরিশাল অঞ্চল

দিবস উপলক্ষে বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার **রাজিহার ইউনিয়নে** একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়জোন করা হয়। প্রতিযোগিতাটি রাংতা গ্রামে মহিলা উন্নয়ন সমিতির পরিচালনায় রাংতা প্রি-ক্যাডেট স্কুল প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল 'অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা।' বিষয়ের পক্ষে ছিল রাংতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রীরা এবং বিপক্ষে অবস্থান নেয় ৯বম শ্রেণীর ছাত্রীরা। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাংতা প্রি-ক্যাডেট স্কুল এর শিক্ষিকা মিথিলা আক্তার মিলি, রাংতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক জনাব মানিক মিয়াসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। বিষয়ের পক্ষে অস্থানকারী দল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়। এরপর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের শেষ হয় এবং বিজয়ীদের হাতে সভাপতি পুরস্কার তুলে দেন। **বাকাল ইউনিয়নে** আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতি ছিলেন বাকাল ইউনিয়নের সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য হাফিজা বেগম এবং প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শেফালী রাণী সরকার, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাকাল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বাবু বিপুল দাস। এছাড়াও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বাবু বিপুল দাস বলেন, নারীরা বর্তমানে অনেকাংশে পুরুষের পাশাপাশি অবস্থানে থেকে কাজ করছে। সভা শেষ পর্যায়ে শেফালী রাণী সরকার বলেন, তৃণমূল পর্যায় থেকে নারীদের ক্ষমতায়িত করে তুলতে হবে। এর জন্য পরিবার ও সমাজের সকলের সমান ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে **গৈলা ইউনিয়নে** দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সভায় গৈলা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আবুল হোসেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মো: জসীম উদ্দীন সরদারসহ আরো অনেকে। এদিকে, **রত্নপুর ইউনিয়নেও** দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় এই ইউনিয়ন পরিষদের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য মো: শাহাদাৎ হোসেনসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ঝিনাইদহ অঞ্চল

মণিরামপুরে নারী দিবসের আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন সুজন মণিরামপুর কমিটির সভাপতি অরুন কুমার নন্দন।

দিবস উপলক্ষে গত ১৫ মার্চ **মণিরামপুর উপজেলা** পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ জিল্লুর রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। 'সুজন' মণিরামপুর উপজেলা কমিটির সভাপতি অরুন কুমার নন্দনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নিলুফার রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রবিউল ইসলাম ও খানপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট মুজিবর রহমান। অনুষ্ঠানে প্রায় একশ জন নারী -পুরুষ অংশ নেন।

মহেশপুর পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের মহেশপুর বালিকা বিদ্যালয়ে অঅলোচনা সভা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিতর্ক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দিবস উদ্‌যাপন শুরু হয়। বিতর্কের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়, 'শিশুর মানসিক বিকাশে মায়ের ভূমিকাই প্রধান'। এতে, মহেশপুর মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাব ও মহেশপুর পাইলট বালিকা বিদ্যালয় বিতর্ক ক্লাব অংশগ্রহণ করে। পক্ষে ছিল মহেশপুর পাইলট বালিকা বিদ্যালয় বিতর্ক ক্লাব এবং বিপক্ষে অবস্থান নেয় মহেশপুর মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয় বিজ্ঞান ক্লাব। প্রতিযোগিতায় বিতর্ক ক্লাব মহেশপুর বালিকা বিদ্যালয় বিজয়ী হয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুরু হয় আলোচনা সভা।

খুলনা অঞ্চল

খুলনা

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া, রূপসা, ফুলতলা উপজেলায় নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। বটিয়াঘাটার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদের অস্থায়ী কার্যালয়ের গোলদার মোড় এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে, এই ইউনিয়ন পরিষদের ১,২ ও ৩নং ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য দুলালী বেগমসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে গোলদার মোড় থেকে স্থানীয় বিরাট গার্লস স্কুল পর্যন্ত একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এসময় অন্যান্যদের সাথে স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তোফাজ্জেল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। ডুমুরিয়ার রংপুর ইউনিয়নের ঘোনা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র‍্যালির অঅয়োজন করা হয়। এতে, ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য রোকেয়া উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, ডুমুরিয়া উপজেলা মিলনায়তনে দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা হয় এরপর র‍্যালি বের করে সদর বাজার সংলগ্ন বিভিন্ন সড়কে প্রদক্ষিণ করে। এসময়, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব গাজী আ: হাদী উপস্থিত ছিলেন।

রূপসার আইচগাতী ইউনিয়নে স্থানীয় নারী নেত্রীদের আয়োজনে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এতে, আইচগাতী ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মো: জামাল উদ্দিনসহ গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ এবং এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরা জেলার সদর, কালিগঞ্জ, দেবহাটা, শ্যামনগর ও কলারোয়া উপজেলা, সিংড়ি, বুধহাটা, কাশিমাড়ী, প্রতাপনগর, বিষ্ণপুর, কৃষ্ণনগর, পদ্মপুকুর, আটুলিয়া, মুন্সিগঞ্জ, বুড়িগোয়ালিনী, রমজাননগর, নুরনগর, সরুলিয়া, নগরঘাটা, আগদাড়ি এবং দক্ষিণ শ্রীপুর ইউনিয়নে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। সদর উপজেলায় র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এতে, চেয়াম্যান এবং মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট এ্যাডভোকেট মিলি রহমান উপস্থিত ছিলেন। শ্যামনগর উপজেলার দিবস উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানে ইউপি চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী উপস্থিত ছিলেন। বুধহাটা ইউনিয়নে দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে, ইউপি চেয়ারম্যান মো. শহিদুল হক ও সদস্য মো. মজিবুর রহমান ও তপতী রাণী উপস্থি ছিলেন। বিষ্ণপুর ইউনিয়নের দিবস উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানে ইউপি চেয়ারম্যান মো. মাসুদুর রহমান, ৮ নং ওয়ার্ড সদস্য মো. মনিরুল ইসলাম, মহিলা সদস্য আছিয়া খাতুন উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজিত র‍্যালি ও আলোচনা সভায় ইউপি চেয়ারম্যান শেখ আনছার উদ্দীন, ৫ নং ওয়ার্ডের সদস্য মো. আজাদ আলী, মহিলা সদস্য জাবেদা খানম উপস্থিত ছিলেন। পদ্মপুকুর ইউনিয়নের দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় ইউপি চেয়ারম্যান মো. লিয়াকত আলী, সদস্য আ: রহিম উপস্থিত ছিলেন। আটুলিয়া ইউনিয়নে দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে, ইউপি চেয়ারম্যান আ: হামিদ, সদস্য শাহজাহান উপস্থিত ছিলেন। রমজান নগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শ্রী রমেশ চন্দ্র বিশ্বাস দিবস উপলক্ষে অঅয়োজিত অালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বাগেরহাট

বাগেরহাট জেলার বাগেরহাট, সদর, ফকিরহাট উপজেলাতে দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাগেরহাট সদর উপজেলার ডেমা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এরপর একটি র‍্যালি বের করা হয়। ইউনিয়নের ৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য শাহিনা বেগমসহ উক্ত অনুষ্ঠানে আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বাগেরহাট উপজেলার ষাটগম্বুজ ইউনিয়নের সুন্দর ঘোনা গ্রামে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময়, ৬ নং ওয়ার্ডের ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মোস্তাইন বিল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

ফকিরহাট উপজেলার বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বর ও বাজার সংলগ্ন প্রধান সড়কে দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়। বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ ও সমতা নারী উন্নয়ন সমিতির আয়োজনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চট্টগ্রাম অঞ্চল

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের ২০টি স্থানে জেলাপ্রশাসক, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আর্ন্তরজাতিক নারী দিবস ২০১২ ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে আলোচনাসভা ও র‍্যালি মাধ্যমে সফল ভাবে সম্পন্ন হয়। উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা নরীর প্রতি সহিংসতা বন্ধসহ ইভটিজিং, নির্যাতীত নারীদের সুষ্ঠ বিচার পাওয়া নিশ্চিত করার জন্য সর্বস্বরের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে প্রায় ২৫০ জন নারী-পুরুষের উপস্থিতিতে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার **বদরখালী** ইউনিয়নে র‍্যালি ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বদরখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব নুরে হোসাইন আরিফ, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ। আলেচনা সভায় বক্তাগণ নারীর ক্ষমতায়নের গুরত্ব তুলে ধরে বলেন, শহুরে নারীদের তুলনায় গ্রাম অঞ্চলের নারীরা শিক্ষা, আয়-রোজগার ও সচেতনতাসহ সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। যার ফলশ্রুতিতে গ্রামের উন্নয়নের মাত্রাও ধীর গতি সম্পন্ন। তাই উন্নয়নের এ মাত্রাকে গতিশীল করতে পাশাপাশি ক্ষুধামুক্ত বদরখালী ইউনিয়ন তথা বাংলাদেশ গড়তে নারীর ক্ষমতায়নের বিকল্প নেই। এদিকে, দিবস উপলক্ষে উপজেলার **কোণাখালী** ইউনিয়নে প্রায় অর্ধশতাধীক নারী-পুরুষের উপস্থিতিতে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কোণাখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব দিদারুল হক সিকদার, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বৃন্দ। ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে গ্রামীণ নারীর ক্ষমতানের উপর গুরত্বারোপ করে জেলার চকরিয়া উপজেলার **ডেমুশিয়া** ইউনিয়নে র‍্যালী ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এ সকল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেমুশিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব রুস্তম আলী ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বৃন্দ।

জেলার **চকরিয়া উপজেলার পৌরসভায়** বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে দিবস উপলক্ষে প্রায় চার শতাধীক নারী-পুরুষের উপস্থিতিতে র‍্যালি ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষর্থী। আলেচনাসভায় বক্তাগন বলেন, মানুষ শরিরের পঙ্গুত্য নিয়ে ভালো করে চলাফেরা করতে পারে না, তেমনি সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়েও সমাজ বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না। একটি সুখী সমৃদ্ধশালী জাতি তথা দেশ গড়ার জন্য শিক্ষিত,সচেতন ও শক্তিশালী নারী সমাজ গড়তে তুলতে হবে। আর এ উদ্যেগ নিজ পরিবার এবং নিজ গ্রাম থেকে নিতে হবে।

রংপুর অঞ্চল

রংপুর

রংপুর জেলার গংগাচড়া, পীরগঞ্জ, তারাগঞ্জ এর সয়ার ইউনিয়ন এবং সদর উপজেলায় বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। প্রায় প্রতিটি উপজেলাতেই র‍্যালি ও আলোচনা সভা আয়োজনের মধ্যদিয়ে দিবসটিকে উদ্‌যাপন করা হয়। গংগাচড়া উপজেলার লক্ষিটারী ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। গজঘন্টা ইউনিয়নে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য রোকসানা পারভীন। সভাটি অনুষ্ঠিত হয় গজঘন্টা ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে। সভা শেষে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। নোহালী ইউনিয়নে সভা অনুষ্ঠিত হয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও নারী নেত্রী মর্জিনা বেগমের সভাপতিত্বে। এতে বক্তব্য রাখেন এই ইউনিয়নের আরেক ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য হজরত আলী দুলু। এরপর, সভাস্থল ইউপি ভবন থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

দিবস উপলক্ষে সদর উপজেলার পৌরসভা মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পৌর মেয়র এ.কে.এম আব্দুর রউফ মানিকের সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভার শেষ পর্যায়ে মেয়রের পক্ষ থেকে সফুরা হক চৌধুরী, মনিরা বেগম অনু ও ইরা হক সহ ৩২ জন আলোকিত নারীকে সম্মাননা পদক প্রদান করা হয়। এরপর একটি র‍্যালি বের হয়ে শহরের গুরত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। কোলকোন্দ ইউনিয়নে দিবস উপলক্ষে ইউপি ভবনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন কোলকোন্দ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মমিনুর ইসলামসহ আরো অনেকে। সভা শেষে একটি র‍্যালি ইউনিয়নের গুরত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

পীরগঞ্জ উপজেলার ১৫ নং কাবিলপুর ইউনিয়নের ইউপি কার্যালয়ে নারী দিবস পালিত হয়। চতরা ইউনিয়নে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবস উপলক্ষে চতরা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো. রামু আহাম্মদ আয়োজিত আলোচনা সভা ও র‍্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রাম

জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠনসমূহের যৌথ আয়োজনে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, মানববন্ধন ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে কুড়িগ্রাম জেলায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়েছে। মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রওশন আরা চৌধুরীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রাবেয়া খাতুন, সচেতন নাগরিক কমিটির সভাপতি মো: শাহাবুদ্দিন, এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী শেখ মো: নুরন্নল ইসলাম, কুড়িগ্রাম পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান কাজিউল ইসলাম, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি এ কে এম সামিউল হক নান্টু, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রতিনিধি মমতাজ বেগম, আরডিআরএস বাংলাদেশ-এর নারী অধিকার ইউনিটের ব্যবস্থাপক নাদিরা সুলতানা প্রমুখ।

জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার শিমুলবাড়ি ইউনিয়নে দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এবং সিএমইএস-এর ফুলবাড়ি ইউনিটের উদ্যোগে এ দিবসটি পালিত হয়। দিবস উপলৰে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চর শিমুলবাড়ি এবিএস-এর প্রধান শিৰক আবু ছাইদ সরকার। চরাঞ্চলের নারীরা ৰমতায়িত হয়ে ৰুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়তে পারেম, এ বিষয়ে বক্তাগণ সভায় উপস্থিত নারী ও সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

চিলমারী উপজেলার থানাহাট ইউনিয়নের বালাবাড়ীহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে, বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক মো: মাহফুজুর রহমানসহ বক্তাগণ দেশ ও জাতির উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে। উলিপুর উপজেলার পান্ডুল ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদে দিবস উপলক্ষে আলেচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ইউপি সদস্য হারুণ অর রশিদসহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার পাচঁগাছি ইউনিয়নের এডলোসেন্ট রিসোর্স সেন্টারে দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

গাইবান্ধা

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে গাইবান্ধায় দিবস পালিত হয়। জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার ৩নং পলাশবাড়ী ইউনিয়নে দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এদিকে, ২নং হোসেনপুর ইউনিয়নে ইউনিয় পরিষদ চেয়ারম্যান মো. আশরাফ আলী মন্ডল ও ইউপি সদস্য মোছা. সুইটি বেগমসহ স্থানীয় উজ্জীবক ও নারী নেত্রীদের নিয়ে মেরীর হাট উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গন থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। এরপর আলোচনা সভায় বক্তাগণ সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তুলে ধরেন। সাঘাটা উপজেলার ১০ নং বোনার পাড়া ইউনিয়নে এবং পদুম শহর ইউয়নে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

উপজেলার ভরতখালী ইউনিয়নের উল্যা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও অলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে, ২নং ভরতখালী ইউপি চেয়ারম্যান মো. সামছুল আজাদ, সংরক্ষিত আসনের সদস্য রেজাউল করিম মন্ডলসহ গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদ্যালয় মাঠ থেকে স্থানীয় উজ্জীবক, নারী নেত্রী, এলাকাবসী ও অতিথিদের নিয়ে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

এরপর, র‍্যালি শেষে শুরু হয় আলোচনা সভা। সভায় বক্তাগণ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে উপস্থিত সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। যৌতুক ও নারী নির্যাতন বিরোধী একটি নাটিকা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে দিবস উদ্‌যাপন শেষ হয়।

নীলফামারী

জেলার ডিমলা উপজেলার বালাপাড়া, খালিশা চাপানী ও টেপা খড়িবাড়ী ইউনিয়নে দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। খালিশা চাপানী ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে আয়োজিত আলোচনা সভা ও র‍্যালিতে ইউপি চেয়ারম্যান ছামছুল হক হুদা, ইউপি সদস্য আজগর আলী ও লাকি আক্তার উপস্থিত ছিলেন।

টেপা খড়িবাড়ী ইউনিয়নের গয়া বাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আলোচনা সভা ও বিদ্যালয় মাঠ থেকে র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এতে, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফ এম এফ ফয়সাল মুন, সদস্য আমজাদ হোসেন, আমেনা খাতুন ও নার্গিস আক্তার উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট অঞ্চল

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার **সদর উপজেলায়** স্থানীয় বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক ও ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক আব্দুল মান্নান ও পৌরসভা মেয়র হেলাল উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। জেলার সরাইল উপজেলায় দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি সরাইল বাজারের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে অংশগ্রহণ করেন উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা আবু সাফায়াৎ ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নিরুপা ভৌমিক। এরপর উপজেলা পরিষদ হল রুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠি হয়। সভায় বক্তাগণ নারীদের সর্বচ্চো অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি সর্ম্পকে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এসময় উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও নারী নেত্রী মাহমুদা পারভীন উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, **সরাইল উপজেলার** কালীকচ্ছ ইউনিয়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ ও বিকশিত নারী নেওয়ার্ক কালীকচ্ছ এর আয়োজনে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালি শেষে কালীকচ্ছ ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইউপি চেয়ারম্যান মো. তকদির হোসেন ও সদস্য মো. ধন মিয়া উপস্থিত ছিলেন। সিলেট জেলার **গোয়াইনঘাট উপজেলার** জাফলং ইউনিয়নে দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ইউনিয়নের আমির মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গন থেকে র‍্যালিটি পশ্চিম জাফলং থেকে শুরু করে ইউনিয়নের গুরত্বপূর্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে পূর্ব জাফলং এ শেষ হয়। এরপর বিদ্যালয় মাঠে শুরু হয় আলোচনা সভা। অবহেলিত নারীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে জাফলং ইউনিয়নের সকলকে সহায়তা করার আহ্বান জানানো হয় সভা থেকে। এছাড়া, প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইউনিয়ন

পরিষদ চেয়ারম্যান হামিদুল হক ভূঁইয়া বলেন, "আমাদের গ্রামীণ নারীকে ক্ষমতায়িত না করলে তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে না। আর অধিকার সরচতন না হলে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা যাবে না"।

ময়মনসিংহ অঞ্চল

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং যথাযোগ্য মর্যাদার মধ্য দিয়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলের মোট ৬টি জেলার ৬৫টি স্থানে আন্ত্বর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়। জেলাগুলো হলো টাঙ্গাইল,জামালপুর,শেরপুর,নেত্রকোনা,কিশোরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ। অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্যেখযোগ্য হলো র‍্যালি,আলোচনা সভা,পথসভা,বিতর্কানুষ্ঠান,চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা,আত্মকথন ইত্যাদি। প্রায় পনের হাজার নারী-পুরুষ উৎসবমুখর আমেজে অনুষ্ঠানগুলোতে সম্পৃক্ত হয়।

টাঙ্গাইলের শাখারিয়ায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি,আলোচনা সভা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে টাঙ্গাইলে আন্ত্বর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। সভা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় জেলার গোপালপুর উপজেলার হেমনগর ইউনিয়নের শাখারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঠাগারে। সঞ্চালকের ভূমিকায় থেকে আনজু আনোয়ারা ময়না অনুষ্ঠানকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ফিরোজা বেগম। প্রায় ৩৫০জন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এতে যোগ দিয়ে উৎসবমুখর করে তোলে। আয়োজিত আলোচনা সভায় মুক্ত আলোচনা ও আত্ন কথন উপস্থিত সকলকে অনুপ্রাণিত করে। আত্নকথনে উজ্জীবক কাকলী তার সংগ্রামী জীবনের গল্প শুনিয়ে সকলকে উজ্জীবিত করেন। কঠোর পরিশ্রম আর সততা যে মানুষের উন্নতির সোপান তা কাকলীর গল্পের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কঠোর পরিশ্রম ও সাহসিকতার কোনো বিকল্প নেই বলে মনে করেন কাকলী। **শেরপুর জেলার** ঝিনাইগাতীর হাতিবান্ধায় ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের উদ্যোগে এফ রহমান স্কুলে বণাঢ্য র‍্যালী , শিশুদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এফ রহমান স্কুলের সহকারী প্রধান শিৰক আবু তালেব শিৰার্থীদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতার গুরন্নত্ব তুলে ধরেন, শিশুদের মুক্ত বুদ্ধির চর্চা এবং নারীর অধিকার সম্পর্কে আরও সচেতন হবার আহবান জানান।

নারীদের সম-অধিকার ও সম-সুযোগ প্রথিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে **নেত্রকোনা জেলার** আটপাড়ায় ব্যপক আয়োজনের মধ্যদিয়ে দিবসটি পালিত হয়। আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও উপস্থিত সবাই এই অঙ্গীকার করেন। আটপাড়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই সভায় অনুষ্ঠিত হয়। সভার আগে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি আটপাড়া কলেজ প্রাঙ্গন থেকে বের করা হয়। র‍্যালি ও সভা শেষে মানবাধিকার উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে এলাকার সকল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের শির্ক্ষাথীরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। জেলার সদর থানার কাইলাটিতে "নারীদের অধিকার-খর্ব করবো না আমরা আর" এই স্লোগানের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। কাইলাটর অনন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিশেষ আলোচনা সভা। এতে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো: তফসির উদ্দিন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মানিক মিয়া, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান তুহিন আলম এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও বিভিন্ন সংগঠন, এনজিও ও জেলা ইউনিটের ইয়ূথ লিডার। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে **কিশোরগঞ্জ জেলার** পনেরটি স্থানে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। কিশোরগঞ্জ জেলার সদর , করিমগঞ্জ উপজেলার সদর পৌরসভা, আশুতিয়াপাড়া, গুজাদিয়া ইউনিয়নে হাইধনখালী ও বড়কান্দায়, দেহুন্দা, বারঘড়িয়া, কাদিরজঙ্গল, জাফরাবাদ, তাড়াইল উপজেলার সদর ও দামিহা ইউনিয়নে,কটিয়াদী উপজেলার সদর পৌরসভা , মসূয়া ও চান্দপুর ইউনিয়নের মানিকখালীতে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আন্তজাতিক নারী দিবস পালিত হয়।

রাজশাহী অঞ্চল

নওগাঁ জেলার **পত্নীতলা ইউনিয়নের** কল্যাণপুর আদিবাসিপাড়ায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসি সংগঠন লাহিন্দ্রী আখড়ার সাবেক সভাপতি নিপেন স্বরেণ, পত্নীতলা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আঃ সামাদ, নারী নেত্রী মনোয়ারাসহ আরো অনেকে। আলোচনা সভার পত্নীতলা ইউপি সদস্য আঃ সামাদ বলেন, "আমি আমার ইউনিয়নের নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যাব। আর ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যরা হাতের পুতুলের মতো যাতে ব্যবহৃত হতে না পারে সেদিকে আমার সুদৃষ্টি থাকবে এবং সকল নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবো।"

নওগাঁ জেলার **দিবর ইউনিয়ন** এর দিবর দৰিণপাড়ায় দিবস উপলক্ষে 'ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার দিবর সুরভী ইউনিট' এর আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থি ছিলেন দিবর ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য জনাব আমজাদ হোসেন। আলোচনা সভায় আন্স্বর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন উজ্জীবক মোঃ হারন্নুর রশিদ। সভায় উপস্থিত নারীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইয়ূথ সদস্য সুলতানা নাসরিন। তিনি বলেন, "কলেজে যাবার পথে, যৌনহয়রাণির কবলে পড়তে হয়নি এমন মেয়ের সংখ্যা খুব কম। আমরা জানি যারা এই কাজটি করে তারা না বুঝেই করে। তারা যদি নিজের বোনের কথা চিন্স্বা করে, তাহলে এমন কাজ করতেই পারে না। আমি আশা করবো আজকের পর থেকে প্রতিটি নারী নিরাপদে থাকবে এবং বাঁধাহীন হয়ে পড়াশুনা করতে পারবে।" প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব আমজাদ হোসেন অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য নারী-পুরুষের সমঅংশগ্রহণ দাবি করেন। তিনি বলেন, "সংসারে অর্থনৈতিক মুক্তি শুধু পুরুষের একার আয়ের ওপরই নির্ভর করে না। নারীর অবদান এ ক্ষেত্রে অসমাণ্য। "

নওগাঁ জেলার নারী নেত্রী পুতুল এর আয়োজনে **আকবরপুর ইউনিয়নের** ধুরপইটে নারী দিবস উদ্যাপিত হয়। দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের নারী পুরন্নষ ও শিশুদের স্বরব উপস্থিতিতে পুরো অনুষ্ঠানটি মুখরিত হয়ে ওঠে। আকবরপুর ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মোঃ মোসলিম উদ্দিন সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে র‍্যালি ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন গ্রামের নারীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন। এরপর তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করনে। নওগাঁ জেলার **মাটিন্দর ইউনিয়নে** পথসভা, র‍্যালি আর আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে পালিত হয় আন্স্বর্জাতিক নারী দিবস। র‍্যালি শেষে অংশগ্রহণকারীগণ পথসভা করেন। পথসভায় আন্স্বর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় স্কুল শিৰক ও উজ্জীবক ফজলুর রহমান। নওগাঁ জেলার আন্স্বর্জাতিক নারী দিবস উদ্যাপনের জন্য **কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের** পানিওড়া রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানীয় উজ্জীবক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক, গণগবেষক, নারী নেত্রী এবং ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের যৌথ আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পানিওড়া রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিৰক ও উজ্জীবক ইসাহাক আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পত্নীতলা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মরিয়ম বেগম শেফা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মরিয়ম বেগম শেফা বলেন, "নারীর আদর্শেই সুন্দর সমাজ গড়ে তুলবো আমরা, এটাই হোক আগামি দিনের পাথেয়।" **পাটিচড়া ইউনিয়নের** ডোহানগরে ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গার আশার আলো ইউনিটের উদ্যোগে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে আন্স্বর্জাতিক নারী দিবস উদ্যাপিত হয়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য কামরন্নজ্জামান, গির্জার ফাদার শুশিল স্বরেন, উজ্জীবক জোৎস্না রাণী প্রমূখ। ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য কামরন্নজ্জামান বলেন, "নারীকে মায়ের আসনে বসালে আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান সহজে করতে পারি। নিজের পরিবারে নারীকে গুরন্নত্ব

মতামত প্রকাশ থেকে শুরু করে সকল বিষয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। আসুন নারীর সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করি।" নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলা পরিষদের **নজিপুর ইউনিয়নের** মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও স্থানীয় এনজিও'র সমন্বয়ে ০৮ মার্চ ২০১২ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপিত হয়। দিবস উপলক্ষে র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। র‍্যালী শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবুল হায়াত মোঃ রফিক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুল গাফ্‌ফার, বিশেষ অতিথি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এএসএম শাহীন চৌধুরী ও মরিয়ম বেগম শেফা। সভার শেষ পর্যায়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলহাজ্ব আব্দুল গাফ্‌ফার বলেন, "আজকের আয়োজন নারীদের নিয়ে, তাই নারীর ৰমতায়ন নিশ্চিত করার দায়িত্ব যেমন পুরন্নষের তেমনি নারীদেরও। আজ আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে নিজেরা নারীদের নির্যাতন করবো না, তার প্রাপ্য তাকে দেবো। নারী দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সবার জন্য সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক এটা আমার প্রত্যাশা।"

আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উপলক্ষে শিমুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে র‍্যালি ও উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। নওগাঁ জেলার আমাইড় ইউনিয়নের শিমুলিয়ায় স্থানীয় উজ্জীবক ও গণগবেষকগণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। আমাইড় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মর্জিনা বেগম, ভিটিআর আপেল মাহমুদ এবং স্কুল শিৰক রজিনা বেগম বিচারক হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরষ্কার তুলে দেন। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গণগবেষক দুর্লভ কুমার।

রাজশাহী জেলার **মোহনপুর উপজেলার** মৌগাছি ইউপি চত্বরে দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি মৌগাছি ইউনিয়ন পরিষদ এলাকা প্রদক্ষিণ করে। পরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মৌগাছি ইউপি চেয়ারম্যান আবুল হোসেন খান। এদিকে, দিবস উপলক্ষে উপজেলার **ধুরইল ইউপি** চত্বরে আয়োজন করা হয় র‍্যালি ও আলোচনা সভার। র‍্যালিটি ধুরইল ইউনিয়নের আশে পাশের এলাকা প্রদক্ষিণ করে। পরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ধুরইল ইউপি চেয়ারম্যান মো: কাজীম উদ্দিন। দিবস উপলক্ষে রাজশাহী জেলার পবা উপজেলা চত্বরে আয়োজন করা হয় র‍্যালি ও আলোচনা সভার। র‍্যালিটি পবার আশে পাশের এলাকা প্রদক্ষিণ করে। পরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ মকবুল হোসেন।

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে নারী দিবস উদ্‌যাপন

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উজ্জীবক ও বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের পাশাপাশি জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সহযোগী সংগঠন কারিতাস, এএসডি, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন,সুরভী, নারী মৈত্রী, এআইডিএফ, অর্ণব হীড ফাউন্ডেশন, ইউএসসি কানাডা-বাংলাদেশ, উদ্দীপন, একশনএইড বাংলাদেশ, এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন, এসিসট্যান্স ফর স্লাম ডুয়েলার্স (এএসডি), বাংলাদেশ ওয়াই.ডাব্লিউ.সি.এ., ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ, কৈননীয়া, কারিতাস-বাংলাদেশ, টিএমএসএস, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, সিসিডিবি, অপরাজেয় বাংলাদেশ, দি প্রিপ ট্রাস্ট, প্ল্যান বাংলাদেশ, ইসলামিক বিলিফ বাংলাদেশ, পুষ্পনদী, দারিদ্র সমাজ সংঘ, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, উদ্দিপন, ভূইয়া ফাউন্ডেশন, মায়ের ডাক, মুসলিম এইড-ইউকে, রাইট এন্ড সাইট ফর চিলড্রেন (আর, এস,সি), সিসিডিবি, সেলফ স্যালভেশন বাংলাদেশ, স্টেপস্ টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, এসকেপিআর, স্যাপ-বাংলাদেশ, সুরভি, হীড বাংলাদেশ, বেকার কল্যাণ সংস্থা (বেকস), চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম, লাইফ সেন্টার, গুডনেইবারস, অঙ্কুর, এ্যাসাপসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দিবসটি উদ্‌যাপনে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। আঞ্চলিক পর্যায়েও ফোরামের সদস্য সংগঠনসমূহ নানা কর্মসূচি সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করে। এছাড়াও ফোরামের সহযোগি সংগঠণসমূহের মধ্যে ছিল ইউসেপ বাংলাদেশ, ইন্টারভিটা, পলী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন, রিক, বাউশী, পিএসটিসি, জেসাসসহ বেশকিছু সংগঠণ। স্কুল ও কলেজসমুহের মধ্যে অংশগ্রহণ করে মোহাম্মদপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ও স্কুল, ধানমন্ডি গভ: বয়েজ হাইস্কুল, বেগম বদরুন্নেছা মহিলা কলেজসহ অনেক স্কুল ও কলেজ, যারা কর্মসুচিসমুহে অংশগ্রহণ করে দিবস পালন সফলভাবে সম্পন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন

ফোরাম সদস্য ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের তত্বাবধানে **রাংগামাটি, রংপুর, ঢাকা, বরগুনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর ও যশোর** বাংলাদেশের ৭টি অঞ্চলে মোট ৪৫৭৪৪জন নারী পুরুষের উপস্থিতিতে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। ঢাকা অঞ্চলের ০৮টি এলাকায় ৮ই মার্চ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটিতে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরত্বপূর্ন তাৎপর্য তুলে ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচীর যেমনঃ র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

যশোর অঞ্চল থেকে উক্ত দিবসটি উদযাপন করার সময় মাননীয় জেলা প্রশাসক উপস্থিত থেকে র‍্যারীর উদ্ভোদন করেন এবং শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদৰিণ শেষে র‍্যালীর সমাপ্তি করেন। এদিকে বরগুনা জেলায় উক্ত দিবস পালন করার সময় বরগুনা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব, মজিবুর রহমান র‍্যালীর উদ্ভোদনী করেন এবং র‍্যালীর নেতৃত্ব প্রদান করেন। র‍্যালী শেষে উক্ত দিবসের তাৎপর্য কি সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।উপজেলা পর্যায়ে র‍্যালীগুলোতে অংশগ্রহন করেন স্ব-স্ব উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ। এ ছাড়াও স্থানীয় ইউপি, এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তি, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, বিদ্যালয় শিৰক, বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করে থাকেন।

জামালপুর সরিষাবাড়ী উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কার্যালয় তথা সরিষাবাড়ী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ACCESS (H&E) প্রকল্পের সহযোগিতায় ৮ মার্চ দিবস" উদ্যাপন করা হয়। এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো "কিশোরী, তরুণী, বালিকা- মিলাও হাত, গড়ে তোল ভবিষ্যত"। উক্ত নারী দিবসের তাৎপর্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য র‍্যালী, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে ১৩১ জন নারী ও ১২৯ জন পুরুষসহ মোট ২৬০ জন লোক অংশগ্রহন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সবাপতিত্ব করেন সরিষাবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব পারভেজ রায়হান। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সরিষাবাড়ী উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবদুল মালেক। বরগুনায় জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় জেলা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন এনজিও সমূহের সম্মিলিত উদ্যোগে গত ৮মার্চ ২০১২ যথাযোগ্য মর্যাদায় নারী দিবস পালন করা হয়। এবারের দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে- "কিশোরী, তরুনী, বালিকা মিলাও হাত গড়ে তোল সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ" । জেলা প্রশাসক জনার মজিবুর রহমান ও জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মেহেরুন নাহার মুন্নীর নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী জেলা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহে প্রদক্ষিণ করে শিল্প কলা একাডেমীতে এসে শেষ হয়। র‍্যালীতে তৃণমূল পর্যায় থেকে আসা নারী ও কিশোরীরা অংশগ্রহণ করে। র‍্যালী শেষে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ মজিবুর রহমান। **রাংগামাটি** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউনিক-২ প্রকল্পের আওতাধীনে রাংগামাটি অঞ্চলের ৭টি এরিয়া অফিসে ৮ই মার্চ ২০১২ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়। আন্তজাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রত্যেকটি এরিয়া অফিসে দিনব্যাপী র‍্যালী আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণীর আয়োজন করা হয়। র‍্যালীতে উপস্থিত ছিলেন সিএলসির শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীগন, কমিটির সদস্য, অভিভাবক, এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ ,বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ।**ময়মনসিংহ** নারীকে এবং কিশোরীকে ৰমতায়িত করে, সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী পুরন্নষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা, এবং সমাজের বিভিন্ন গুরন্নত্ব পূর্ন কাজে সম্পৃক্ত কওে অধিকাওে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ময়মসিংহ অঞ্চলের পৰ থেকে এবারের আন্ৰর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। দিবসটিতে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরত্বপূর্ন তাৎপর্য তুলে ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচীর যেমনঃ র‍্যালী, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা, এবং বিভিন্ন কাজে অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরন্নপ নিম্নের ৫ জনকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়:

-সেলিনা হোসেন (বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক)
-হাসনেআরা চম্পা (বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ)
-ফারজানা ইয়াসমিন (প্রতিবাদী নারী)
-মাখেন উপজাতি (কৃষি বিষয়ে)
-আঞ্জুমান আরা বেগম (ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী - দর্জি)

এসিস্ট্যান্ট ফর স্লাম ডুয়েলার্স (এএসডি)

ফোরাম সদস্য এএসডি জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম এর সঙ্গে ১০ মার্চ ২০১২ ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে দিবস পালন করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিলো র‍্যালি, আলোচনা সভা, সম্মাননা প্রদান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এসকল অনুষ্ঠানে এএসডি ডি.সি.এইচ.আর প্রকল্পের সকল স্টাফ ও হোমসের কিশোর-কিশোরী স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও, দিবসের তাৎপর্য নিয়ে এএসডি'র উদ্যোগে মাঠপর্যায়ে সভাসমূহে আলোচনা এবং সমাবেশ এর আয়োজন করা হয় । এই আলোচনা ও সমাবেশের ফলে কন্যাশিশুদের নিজ ইচ্ছায় এবং অভিভাবকদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। অভিভাবকগণ তাদের কন্যাদের সাধ্যমতো সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং এখনও করে চলেছে।

কারিতাস বাংলাদেশ

কারিতাস বাংলাদেশ তার কর্মএলাকায় নারীদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তিগত অধিকার অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রচারাভিযান পরিচালনার জন্য "গ্রামীণ নারীকে ক্ষমতায়িত করি- ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত দেশ গড়ি" এই মূলসুরকে সামনে রেখে কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সদস্য কারিতাস বাংলাদেশ কর্মএলাকায় ৮ মার্চ ২০১২, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্যাপন করে।

আঞ্চলিক অফিস ঢাকার রূপগঞ্জ, সিরাদিখান, লৌহজং, নবাবগঞ্জ, কালিগঞ্জ, গাজীপুর উপজেলা, বরিশাল এর বানরীপাড়া, কলাপাড়া, বরিশাল সদর, কালকিনি, উজিরপুর, কোটালীপাড়া, বাকেরগঞ্জ, টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ উপজেলা, খুলনার মোংলা, মুকসুদপুর, দামুড়হুদা, মেহেরপুর, সাতক্ষীরা, ডুমুরিয়া, কলারোয়া, রামপাল, গোপালগঞ্জ, ঝিকরগাছা, শ্যামনগর উপজেলা, দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ফুলবাড়ী, বিরল, খানসামা, আটোয়ারী, ঠাকুরগাঁও, বীরগঞ্জ উপজেলা, ময়মনসিংহের কলমাকান্দা, দূর্গাপুর, মধুপুর, নালিতাবাড়ী উপজেলা এবং সিলেটের শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, সিলেট, সুনামগঞ্জ উপজেলাতে দিবস পালন করা হয়।

।।দিবস পালনের জন্য প্রতি স্থানে আলোচনা সভা ও বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য এবং বিভিন্ন পর্যায়ের জনগন ও ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে র‍্যালী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে, মোট ২৯,০২৬ জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে।

স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান ও সদস্য, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, আদিবাসী নেতা, স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠারের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী এবং কারিতাসের কর্মী ও কর্মকর্তা বৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সুরভি

সংগঠন সুরভি বিভিন্নমূখী কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মএলাকাসমুহে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১২ উদযাপন করল। দেশের দশটি জেলার বিভিন্ন এলাকা ও ইউনিয়নে এসকল কর্মসূচি পালন করা হয়। জেলাসমূহ হলো- রাজশাহী, জামালপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, চাঁদপুর, চট্রগ্রাম, লক্ষীপুর, নারায়নগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও গাজীপুর। কর্মসূচিসমুহের মধ্যে ছিলো র‍্যালি, আলোচনা সভা, উঠান বৈঠক ও বিভিন্নমূখী শোগান সম্বলিত প্রচারণা। এসব কর্মসূচিতে সরকারি, বেসরকারি অফিসের কর্মকর্তা, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এলাকার জনগণ বাদেও সমাজসেবা কর্মকর্তা, মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা, মৎস্যবিষয়ক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। তারা তাদের বক্তব্যে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন।

ওয়াইডাব্লিউসিএ

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ'র গত ৮ মার্চ নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও দাবি আদায়ের এই তাৎপর্যপূর্ণ

দিনটি ঢাকা ওয়াইডাবিস্নউসিএ জাতীয় মহিলা পরিষদের তত্বাবধানে পরিচালিত সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির

সংগে যুক্ত ভাবে পালন করেছে। ওয়াইডাবিস্নউসিএ সহ ৬৫টি সংগঠন এই কমিটির আওতায় যুক্তভাবে সারা বছরে বিভিন্ন সময়ে নারী অধিকার আদায়ে এক যোগে কাজ করে থাকে। এটি অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ঘোষণা পত্র পাঠ, গণ জাগরণমূলক সংগীত পরিবেশন ও বক্তব্য এবং শেষে প্রেস ক্লাব পর্যন্ত পদযাত্রার মাধ্যমে প্রোগ্রামের সমাপ্তি হয়।

কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ'র গত ৮ মার্চ ২০১২ বিশ্ব নারী দিবস পালন করা হয় । এ বারের মূলসুর ছিল , " কিশোরী তরন্নী বালিকা মিলাও হাত গড়ে তোল সম্মৃদ্ধ ভবিষ্যৎ " সরকারী প্রতিষ্ঠান ,সরকারী ও বেসরকারী স্কুল গুলো ও অন্যান্য নারী সংগঠনের সাথে ওয়াই ডাবিস্নউ সি এর অফিস ষ্টাফরা সকাল ৮.৩০ মিনিটে টাউন হল প্রাঙ্গন থেকে র‌্যালীতে অংশগ্রহন করে । আলোচনা সভার পর পরই প্রথম অধিবেশন শেষ হয় । দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৪.০০ টায় । সন্মিলিত নারী ফোরাম আয়োজন করে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বেগম মেহেরন্নেসা বাহার । **খুলনা ওয়াইডাব্লিউসিএ'র** ৮ মার্চ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সরকারী ও বেসরকারী সংগঠন সমূহের সাথে সকাল ৮:৩০ টায় সার্কিট হাউজ থেকে বর্ণাঢ্য র‌্যালীতে অংশ গ্রহণ করা হয় । র‌্যালিটি হাদিস পার্কে গিয়ে শেষ হয় । র‌্যালীতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক । পরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় । উক্ত র‌্যালী ও আলোচনা সভায় খুলনা ওয়াই ডাব্লিউ সি এর কর্মীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন । এ ছাড়াও বিরিশিরি , পাবনা ,চাঁদপুর, বরিশাল, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, দিনাজপুর, গোপালগঞ্জ , সাভার **ওয়াইডাব্লিউসিএ** আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উদযাপন করে ।